



37918 - রোযা ভঙ্গকারী রক্তরে পরচিতি

প্রশ্ন

মানুষরে শরীর থেকে নরিগত রক্তরে পরমািণ সম্পরকে আমি জানতে চাই যা রোযা ভঙ্গ করবে। কারণ আমি দীর্ঘদনি ধরে অনয়িমতিভাবে কিছু রক্তপাতসহ অরশরোগে (হমেোরয়ডে) ভুগছি। রক্তরে পরমািণ প্রায় আধা কাপ হয়ে থাকে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে দেয়া করছি তিনি যনে আপনাকে দ্রুত আরোগ্য করে দনে।

যহেতে এই রক্ত রোগরে কারণে বরে হয় তাই আপনার রোযাটি সহি। এমনকি রক্ত যদি অনকেও নরিগত হয় তবুও আপনার উপর কোনে কিছু আবশ্যক হবনে না। যহেতে এই রক্ত আপনার ইচ্ছাক্ত কোনে কর্মরে কারণে বরে হচ্ছনে না।

রোযা ভঙ্গকারী রক্তরে ক্ষতেরে নীতি হচ্ছনে নমিনরূপ:

মানুষরে দহে থেকে নরিগত রক্তরে দুটো অবস্থা:

এক: ব্যক্তরি নজিরে স্বচেছায় ক্ত কর্মরে কারণে রক্ত বরে হওয়া। সক্ষেতেরে এর বধিান ব্যাখ্যাসাপক্ষে:

১। যদি শঙ্গিগা লাগানরে কারণে রক্ত বরে হয় তাহলে রোযা ভঙ্গে যাবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “শঙ্গিগা প্রদানকারী ও শঙ্গিগা গ্রহণকারীর রোযা ভঙ্গে গেলে।”

২। শঙ্গিগা লাগানরে ছাড়া রক্ত বরে হওয়া; যমেন শরিা থেকে রক্ত বরে করা। এ রক্ত যদি পরমািণে এত বেশি হয় যে রোযাদাররে শরীররে উপর এর প্রভাব পড়ে তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে; যমেন: রক্ত দান করা। আর যদি পরমািণে অল্প হয় যাতে রোযাদাররে কোনে ক্ষতি না হয় তাহলে রোযা নষ্ট হবনে না; যমেন পরীক্ষা করার জন্য রক্ত দলিে রোযা নষ্ট হবনে না।

দুই: ব্যক্তরি অনচ্ছায় রক্ত বরে হওয়া; যমেন কোনে দুর্ঘটনার শকার হয়ে, নাক থেকে কথিবা শরীররে যে কোনে স্থানরে ক্ষত থেকে— এমন ব্যক্তরি রোযা সহি যদি অনকে রক্ত বরে হয় তবুও।

এটি শাইখ উছাইমীনরে ফতওয়ার সারাংশ। দেখুন: ফাতাওয়া ইসলাময়িয়া (২/১৩২)।



কিন্তু ব্যক্তির অনচ্ছায় বরে হওয়া রক্তরে পরমাণ যদা বিশেই হয় যার ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্য রোযা ভঙ্গে ফলো এবং এর বদলে রোযাটির কাযা পালন করা জায়যে হবে।